X ফাইল
খাদ্য অধিদপ্তর

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য, রুহুল তাপস**

খাদ্য অধিদপ্তরে চলছে নানা ধরনের অনিয়ম। রয়েছে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ। খাদ্য অধিদপ্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে মহাহিসাব নিরীক্ষক গত বছর একটি অডিট রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন। এই অডিট রিপোর্টে নানা অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পাল্টাপাল্টি দুটো দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। দুই দলই তাদের শ্বেতপত্রে খাদ্য অধিদপ্তরের দুর্নীতি তুলে ধরেছে। এই দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার জন্য তৎকালীন শাসক দলের সম্পৃক্ততার কথা বলেছেন। মূলত খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্য ক্রয়, বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, সমুদ্র থেকে মাল খালাস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছে অনিয়ম। এ ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে খাদ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের সংঘবদ্ধ চক্র। খাদ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এ কে এম নূরুল আফসারের বিরুদ্ধে রয়েছে অভিযোগ। তিনি সম্প্রতি প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে সহকারী কয়েকজন পরিচালককে বিভিন্ন গুদামে দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সহকারী পরিচালকেরা কোনো গুদামের দায়িত্ব পেতে পারেন না। সাবেক মহাপরিচালক এ কে এম নূরুল আফসারের বিরুদ্ধে বর্তমান ও বিগত সরকারের সময় নানা ভাবে রাজনৈতিক আনুকূল্য লাভের অভিযোগ রয়েছে। অনিয়ম ও জনতার মঞ্চের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকার কারনে গত ১৯এপ্রিল মহাপরিচালকের পদ থেকে এ. কে. এম নূরুল আফসারকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মহাপরিচালকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক যুগ্ম সচিব আব্দুস সাত্তার ভূঁইয়া।

অডিট রিপোর্ট : নানা অনিয়ম

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক খাদ্য অধিদপ্তরের ২০০০-০১ বার্ষিক অডিট রিপোর্ট তৈরি করে। অডিট রিপোর্টে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টের নিরীক্ষার পরিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য শস্য প্রকল্প, সরকারি ময়দাকল, চিনি প্রকল্প, ভোজ্য তেল প্রকল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কিত মোট

৫৪টি (২০০০-০১) সালের ৫টি পূর্ববর্তী বছরসমূহের ৪৯টি হিসাবের ওপর নিরীক্ষা মন্তব্য এই রিপোর্ট। হিসাবগুলি নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে এই রিপোর্টে ও এর পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। আগের অডিট রিপোর্ট সমূহের অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়মও রয়েছে। অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ২৫টি অডিট রিপোর্টে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মোট ৩৩৪টি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের অনুচ্ছেদের মধ্যে মাত্র ৫টি মীমাংসিত হয়েছে। অমীমাংসিত রয়েছে ৩২৯টি অনুচ্ছেদ। এ ব্যাপারে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের লিখিত বলা হয়েছে। গুরুতর আর্থিক অনিয়মের আপত্তিগুলো সুদীর্ঘকাল ধরে অনিষ্পন্ন থাকায় সময়ের ব্যবধানে এর গুরুত্ব লোপ পাচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকতর অনিয়ম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৭৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৩-০১ সাল পর্যন্ত সময়ের আর্থিক হিসাব বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, খাদ্য শস্য পরিবহন করার সময় অনুমোদিত হার অপেক্ষা মাত্রাতিরিক্ত হারে ঘাটতি হওয়ার ফলে ২০,৮৭,২৪,৭৮৯ টাকা ক্ষতি হয়। চুক্তিপত্রে পরিবহন ঘাটতির জন্য একক হারে অর্থ আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে। তবে এটি নিরীক্ষার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুক্তির এই শর্ত সরকারের স্বার্থ বিরোধী। বলা হয়েছে উৎসে কর কর্তন না করায়ও হচ্ছে সরকারের ক্ষতি। খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬১টি প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০১ সালের হিসাব বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে হিসাব বিভাগের পরিলক্ষিত হয় যে, নয় শ' জন খাদ্যশস্য সরবরাহকারী মিল মালিক ও ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে সরকার নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের ২,৪৮,৯৯,১৩৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ক্রোড়পত্রে বর্ণিত ৬১টি প্রতিষ্ঠানের নয়শ' জন সরবরাহকারী মিল মালিক ও ঠিকাদারের বিল থেকে উৎসে কর কর্তন না করার ফলে ২,৪৮,৯৯,১৩৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ বিষয়ে কর কমিশনারের অফিস, কর অঞ্চল, রাজশাহী স্মারক নং-৪/এনি: সেল/আঃবি/২০০০-০১/২৫১ তারিখ ২১-০৮-২০০০-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হলে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহকালে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। অথচ খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক

Please collect your